ঘুরীদের আক্রমণ ঃ গজনী ও হিরাটের মধ্যবর্তী অঞ্চলে ঘুররাজ্য অবস্থিত ছিল। দ্বাদশ শতকের গোড়ায় ঘুররাজ্যে সাতভাই যৌথভাবে ক্ষমতা ভোগ করত। এদের বলা হত সাততারকা। বড়ভাই মালিক কুতবুদ্দিন হাসান মহম্মদকে গজনীর সুলতান বাহরামশাহের হত্যা করলে কুতবুদ্দিনের ভাই আলাউদ্দীন হুসেন গজনী আক্রমণ করে বাহরামকে বিতাড়িত করেন। আলাউদ্দীন গজনী নগর পুড়িয়ে দিয়ে জাহানসুজ বা 'জগৎদাহকারী' উপাধি নেন এবং নিজেকে সুলতান রূপে ঘোষণা করেন। তারপর ঘুরের সিংহাসনে বসেন যথাক্রমে সৈফুদ্দিন মহম্মদ, গিয়াসুদ্দিন মহম্মদ ঘুরী এবং তার ভাই মুইজুদ্দিন মহম্মদ বা মহম্মদ ঘুরী। ১১৭৩ খ্রিস্টাব্দে গিয়াসুদ্দিন মহম্মদ ঘুরী গজনী দখল করে নিজভ্রাতা মহম্মদ ঘুরীকে গজনীর শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। ১১৭৫ খ্রিস্টাব্দে মহম্মদ ঘুরী মুলতান আক্রমণ করে কার্মানথিও সম্প্রদায়ের শাসন থেকে নিজের অধিকারে আনেন। এরপর মহম্মদ সিন্ধুর উচ দখল করেন। তিনি তাঁর সেনাপতি নাসিরুদ্দিন কুবাচাকে সিন্ধুর শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। এরপর মহম্মদ ঘুরি গোমালপাশ দিয়ে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করেন এবং ১১৭৮ খ্রিস্টাব্দে মাউন্ট আবু পাহাড়ের যুদ্ধে গুজরাটের চালুক্যরাজা দ্বিতীয় মূলরাজ এর কাছে পরাস্ত হন। তিনি বুঝতে পারেন সিন্ধু ও মুলতানের পথে ভারতে প্রবেশ সম্ভব নয়। দ্বিতীয়বার তিনি খাইবার পাস দিয়ে ভারতবর্ষে ঢোকেন এবং পাঞ্জাবের শাসনকর্তা খসরুশাহকে পরাস্ত করে ১১৮৬ খ্রিস্টাব্দে লাহোর দুর্গ অধিকার করেন। মহম্মদ ঘুরী ১১৮৯ খ্রিস্টাব্দে তবরহিন্দ বা ভাটিন্ডা জয় করেন। মহম্মদ ঘুরীকে বাধা দেওয়ার জন্য আজমীর ও দিল্লীর চৌহান বংশীয় রাজা তৃতীয় পৃথ্বীরাজ চৌহান দিল্লী থেকে ৮০ মাইল দূরে তরাইনের প্রান্তরে উপস্থিত হন ১১৯১ খ্রিস্টাব্দে। পৃথ্বিরাজের সেনাপতি গোবিন্দরাওয়ের আক্রমণে মহম্মদ ঘুরী আহত হন এবং এক খলজি সেনাপতি তাঁকে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যান। এটি তরাইনের প্রথম যুদ্ধ। এরপরের বছর ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে কুতবুদ্দিন আইবক, নাসিরুদ্দিন কুবাচা ও আজউদ্দিন ইলদুজকে সঙ্গে নিয়ে তিনি পুনরায় তরাইনের প্রান্তরে পৃথ্বিরাজের সম্মুখীন হন তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে। পৃথ্বিরাজ চৌহান এই যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। এরপর ১১৯৪ খ্রিস্টাব্দে মহম্মদ ঘুরী চান্দোয়ারের যুদ্ধে জয়চন্দ্র গাহড়বালকে পরাস্ত ও হত্যা করে কনৌজ অধিকার করেন। ১১৯৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি গোয়ালিয়র জয় করেন। এরপর তাঁর সেনাপতি কুতবুদ্দিন আইবক ১২০১ খ্রিস্টাব্দে বুন্দেলখন্ড ও কালিঞ্জর দুর্গ জয় করেন। মহম্মদ ঘুরীর আরেক সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মহম্মদ বিন্ বখতিয়ার খিলজী কুতবুদ্দিন আইবকের অনুমতি নিয়ে বিহার জয় করেন ও ওদন্তপুরি বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস করেন।

Scanned with CamScanner